রাবি ছাত্রলীগ নেতার কাগজপত্র চুরি করলেন আরেক নেতা, প্রাণনাশের হুমকি

রাবি প্রতিনিধি
৭ মার্চ ২০২৩ ০১:২২ পিএম | আপডেট: ৭ মার্চ ২০২৩ ০১:২২ পিএম

2 Shares

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

advertisement

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) একটি হল শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে হল কক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র চুরি এবং বরাদ্দকৃত সিটে না থাকতে দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন একই হল শাখা ছাত্রলীগের আরেক নেতা। একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতির বিরুদ্ধেও প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ করেছেন তিনি।

বিষয়টি নিয়ে রোববার সন্ধ্যা ৬টায় এবং সোমবার বেলা আড়াইটায় যথাক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও ছাত্র উপদেষ্টার কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন ভুক্তভোগী ছাত্রলীগ নেতা সামিউল আলম পিয়াস। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ২০১৫-১৬ সেশনের (মাস্টার্স) শিক্ষার্থী

এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের আবাসিক শিক্ষার্থী। এ ছাড়া তিনি বঙ্গবন্ধু হল শাখা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন।

advertisement

অপরদিকে অভিযুক্ত একই হল শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আলফাত সায়েম জেমস ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি গোলাম কিবরীয়া। উভয়ই বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু হলে থাকেন।

লিখিত অভিযোগে ভুক্তভোগী ছাত্রলীগ নেতা পিয়াস বলেন, ‘আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের ২১০ নাম্বার রুমের আবাসিক শিক্ষার্থী। গত ৪ মার্চ আমার কক্ষ হতে আমার অনুপস্থিতিতে আমার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এসএসসি মূল সার্টিফিকেট, পাসপোর্ট এবং ভিসার জন্য ব্যাংক স্টেটমেন্টের কাগজ এবং বিছানাপত্র যাবতীয় সকল কিছু বঙ্গবন্ধু হল শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক জেমসের নিদের্শে তার অনুসারীরা নিয়ে যায়। আমি রুমে এসে রুমমেটদের থেকে যখন শুনলাম জেমসের অনুসারীরা রুমে এসে জিনিসপত্র নিয়ে গেছে। তখন জেমসকে কল দিয়ে জিজ্ঞেস করলে, সে বিষয়টি অস্বীকার করে।’

অভিযোগেপত্রে পিয়াস আরও বলেন, ‘আমি আগে বঙ্গবন্ধু হলের ৩২৯ নং রুমে থাকতাম। ওই রুমে বঙ্গবন্ধু হল ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সোহানুর রহমান (সোহান) থাকতেন এবং তার নামে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কর্তৃক মাদক মামলা হয়। তখন আমি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি গোলাম কিবরিয়াকে বিষয়টি জানাই এবং ওই রুমে না থাকার অপরাগতা প্রকাশ করি। তখন এক পর্যায়ে উনি আমাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন। হলে না থাকতে দেওয়ার হুমকি দেন ও আমাকে হল থেকে বের করে দেয়। তখন তিনি বলেন, ওই রুমে সোহান থাকবে। সে গাজা ব্যবসা করুক আর মদ বিক্রি করুক। তারপর আমাকে বলে তোর বঙ্গবন্ধু হলে আর থাকার সুযোগ নাই। তখন আমি বিষয়টি হল কতৃপক্ষকে জানালে পরবর্তী সময়ে আমাকে ২১০ নম্বর রুম বরাদ্দ করে

দেয়। নতুন রুমে আসার পর এই বিষয়গুলো আমার সঙ্গে ঘটে। আমি এখন আবাসনহীন ও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি।'

অভিযোগের বিষয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আলফাত সায়েম জেমস বলেন, 'পিয়াস ভাই গত দুদিন আগে আমাকে ফোন করে ওনার কাগজপত্র চুরি হওয়ার বিষয়টি জানান। আমি তখন ওনাকে প্রশাসনের নিকট চুরি হওয়ার অভিযোগপত্র আর থানায় জিডি করার পরামর্শ দেই।'

জেমস বলেন, 'আমি সাংবাদিকদের মাধ্যমে জানতে পারলাম যে আমার নামে সে এই অভিযোগটা করেছে। উনার জিনিসপত্র আমার অনুসারী কেন নেবে! আর একজন অনাবাসিক শিক্ষার্থীর জিনিসপত্র কিভাবে হলে থাকে? আমি যতটুকু জানি যে, তিনি হলে থাকেন না। আমার অনুসারীদের কেউ এর সঙ্গে সম্পৃক্ত না। অভিযোগটা উনাকে প্রমাণ করতে হবে না হলে আমি উনার বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেব।'

জানতে চাইলে শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি গোলাম কিবরীয়া বলেন, 'তাকে হল থেকে নামায় দেওয়ার মতো কোনো ঘটনা ঘটেনি। আমার জানা মতে সে হলের আবাসিক শিক্ষার্থী না। সে মাদকের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকায় আমি তাকে হল থেকে চলে যেতে বলি, যাতে তার সংস্পর্শে এসে অন্যরা মাদকাসক্ত না হয়।'

তবে মাদকের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে জানতে চাইলে পিয়াস বলেন, 'কে মাদকাসক্ত- সেটা ডোপ টেস্ট করলেই বেরিয়ে আসবে। এর জন্য আমার এবং শাখা ছাত্রলীগ সভাপতি গোলাম কিবরীয়ারও ডোপ টেস্ট করানো হোক। ' আর আবাসিকতার প্রসঙ্গে তিনি আবাসিকতার কার্ড ও হল ফি পরিশোধের কাগজপত্র প্রমাণসরুপ এই প্রতিবেদকের কাছে সরবরাহ করেন। এ ছাড়া খোদ শাখা ছাত্রলীগ সভাপতিই হলের আবাসিক শিক্ষার্থী নয় বলে জানান তিনি।

অভিযোগের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক আসাবুল হক বলেন, 'অভিযোগপত্রটা আমরা পেয়েছি। এ ঘটনায় অভিযোগকারীকে প্রাধ্যক্ষ্যের সঙ্গে কথা বলার জন্য বলেছি আমি। এটা হলের বিষয়, হলের প্রাধ্যক্ষই দেখবেন বিষয়টি। প্রাধ্যক্ষকেও বিষয়টি দেখার জন্য বলে দিয়েছি আমি। '

এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধু হলের প্রাধ্যক্ষ শায়খুল ইসলাম মামুন জিয়াদের বক্তব্য জানতে তার মুঠোফোন নম্বরে কল দিলেও তিনি ব্যস্ত আছেন কলটি কেটে দেন।

2
Shares